KANAIGHAT ASSOCIATION UK
(EST. 1985)

General Secretay's Report

January 2000 - June 2002

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট

জানুয়ারী ২০০০ - জুন ২০০২

ষাটের দশকে কানাইঘাট বাসীর বিলেতাগমনের পর থেকে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেও এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৫ সনে। মরহুম জনাব শামসুল হক বি এ ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

আপনারা জানেন, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। পারস্পরিক সম্প্রিতি বৃদ্ধি, শিক্ষার উন্নয়ন, নিজেদের ও মানবতার কল্যান সাধনই এর উদ্দেশ্য।

বর্তমান কমিটি নভেম্বর '৯৯ সালে নির্বাচিত হন এবং জানুয়ারী ২০০০ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (সভাপতি, সেক্রেটারী ও ট্রেজারার গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।) এবার (২০০২-২০০৪ সেশনের জন্য) প্রথম বারের মত পুর্ণাঙ্গ কমিটিই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন, ইন্‌শাআল্লাহ্‌। নির্বাচন অনুষ্ঠানে দেরী হওয়ায় আমরা দু : খিত।

এখন আপনাদের সামনে বিগত সেশনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করছি।

বিগত সেশনে মোট ১৩টি সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এর মধ্যে কার্যকরী কমিটির সভা, সাধারণ সভা,সম্বর্ধনা সভা,বাচ্চাদের প্রতিযোগিতার আসর ও দোয়ার মাহফিল অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

কার্যকরী কমিটির সভা- ৬টি, গড় উপস্থিতি - ১২, সাধারণ সভা- ২টি, গড় উপস্থিতি -৬০ এবং দোয়ার মাহফিল- ৫টি, গড় উপস্থিতি- ২০ ।

পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ১২টি।

উক্ত সভা সমুহে, কানাইঘাটে দুর্গত এলাকায় রিলিফ বন্টন সংক্রান্ত বিষয় (বিগত সেশনে), সংগঠনের জন্য অফিস ভাড়া, আলহাজ্জ আব্দুর রকিব সাহেবের সম্বর্ধনা, বার্ষিক সাধারণ সভা, কার্যকরী কমিটির সদস্যের দীর্ঘদিন অনুপস্থিতি, গাছবাড়ীতে নুতন থানা প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব, চ্যারিটি রেজিস্ট্রী করনের অগ্রগতি,কার্যকরী কমিটিতে নুতন সদস্য কোঅপ্ট, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন এবং গাছবাড়ী মাদ্রাসা-মসজিদ নির্মান ও বড়বন্দ মাদ্রাসায় সাহায্য করা নিয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত হয়যে, রিলিফ বন্টন সম্পুর্ণ সন্তোষ জনক না হলেও জেলা প্রশাসকের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হবেনা। সংগঠনের জন্য অফিস ভাড়া নেয়া হবে । (যদিও এখনো নেয়া সম্ভব হয়নি।) প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া কার্যকরী কমিটির কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে কমিটির সদস্যপদ হারাবেন।

গাছবাড়ীতে নুতন *থানা স্থাপন প্রস্তাব সমর্থনের* ব্যাপারে এলাকার লোকের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে।

বারবার চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশন অফিসার পরিবর্তন হওয়ায় রেজিস্ট্রেশনের কাজ বিলম্বিত হয়। সম্প্রতি এসোসিয়েশনের দায়িত্বশীলগণ ও সংশ্লিষ্ট অফিসারের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং কাজ তরান্বিত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। আপনারা জেনে খুশী হবেন যে ৪ঠা জুলাই ২০০২ থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউ কে চ্যারিটি রেজিস্ট্রেশনের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত হয় যে প্রয়োজনে সভাপতি কোন সদস্যকে কার্যকরী কমিটিতে কোঅপ্ট করতে পারবেন।

গাছবাড়ী মসজিদ সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এব্যাপারে প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রহীম ও এলাকার মুরব্বিয়ান (ডিসেম্বর মাসে) জনাব রফিক আহমদ রফিকের কাছে রসিদ বই দিয়ে অনুরোধ জানান।সিদ্ধান্ত হয় যে গাছবাড়ী বাজার মসজিদ ও বড়বন্দ মাদ্রাসার জন্য সাহায্যের আবেদন আগামী সাধারণ সভায় (আজ) করা হবে।

গাছবাড়ীতে থানা প্রস্তাবের ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক গাছবাড়ী সমাজ কল্যান সমিতির কাছে চিঠি লিখেন এবং জনাব আব্দুর রহমান গত বছর জুলাই মাসে এবং আমি নিজে গত এপ্রিল মাসে দেশে গেলে এলাকার লোক জনের সাথে বিশেষ করে গাছবাড়ী আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে জানতে পারি যে এলাকার লোক আপাতত গাছবাড়ীতে থানা প্রতিষ্ঠার দাবীতে আগ্রহী নন। মাওলানা ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী এম পি সাহেবের কাছ থেকেও জানা যায় যে, সরকারের কাছেও এমন কোন পরিকল্পনা নেই।

এই নির্বাচনে দায়িত্বশীলগণ ও কার্যকরী কমিটি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। পর পর দু'পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০০১ সাল পর্যন্ত কন্ট্রিবিউশন পরিশোধকারীগণই, ভোটার বলে গণ্য হবেন।নির্বাচনের আগে তা' পরিশোধ করা যাবে এবং ভোটার লিস্ট চূড়ান্ত করা হবে।

বিগত সেশনে টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার সয়ফুল আলমকে সম্বর্ধনা ও জিসিএসই ও এ লেভেলে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরস্কৃত করা উপলক্ষে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এ অনুষ্ঠানে কেরাত, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং পুরস্কার দেওয়া হয়।পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অথিতি সম্মানিত মেয়র।

২০০০ সালের জুন মাসে কানাইঘাটের প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ রকিব সাহেবকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এ সভায় মরহুম সিদ্দেক হোসেন সাহেবের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ১২০০০ বার হাজার টাকা চাঁদা উঠানো হয়।

যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইন্তিকাল উপলক্ষে কুরআন খানি ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়, তাঁরা হলেন: মাওলানা শফিকুল হক (মুহাদ্দিস সাহেব), মাওলানা হরমুজ উল্লাহ (আমীর সাহেব), সংগঠনের সহসভাপতি জনাব সিরাজুল ইসলামের মাতা এবং অন্যতম সহ সভাপতি জনাব রফিক আহমদ রফিকের মাতার কথা উল্লেখ যোগ্য।অতি সম্প্রতি সংগঠনের সদস্য জনাব হাফিজ খলিলুর রহমান ইন্তেকাল করলে দায়িত্বশীলগণ ও সদস্যবৃন্দ লিভারপুলে গিয়ে জানাযা ও দাফন কাপনে অংশ গ্রহণ করেন।আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন!

সাধারণ সভা-সমাবেশ, দোয়ার মাহফিল ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে শান্তনা জানিয়ে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত সংবাদ পাঠানো হয়, যা' প্রকাশিত হয়েছে।

সুরত মিয়া (ঢাকা এয়ারপোর্টে, ১৯৯৬ সালে) ও অন্যান্য হত্যার বিচার এবং প্রবাসীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে, কানাইঘাট এসোসিয়েশন সব সময় একাত্মতা প্রকাশ করেছে এবং বিভিন্ন সময় একশন কমিটি ও সভা সমিতিতে জনাব রফিক আহমদ রফিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সুখের বিষয়, বর্তমানে ব্রিটেনে কানাইঘাটবাসী বৃদ্ধি পাচ্ছেন। এসোসিয়েশনের সদস্য সে হারে বৃদ্ধি না হলেও বৃদ্ধির হার নৈরাশ্যজনক নয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা কোন না কোন সময়ে অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা ৭০ এর উপর। যা' আমরা ট্রেজারের কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে পারব।ট্রেজারার সাহেব এসোসিয়েশনের একাউন্টসের রিপোর্ট পেশ করবেন।

আমরা আপনাদেরকে মোট ১১৩টি ঠিকানা ও যথেষ্ট টেলিফোন নম্বর পেশ করতে সক্ষম হয়েছি। যারা গ্রেট ব্রিটেনের সর্বত্র অবস্থান করছেন। সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও সফল করে তুলার ব্যাপারে ইহা গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখবে; এই আশা রাখি। যারা এই সব ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর সংগ্রহে নিজেদের যথেষ্ট শ্রম, সময় দিয়েছেন; বার বার টেলিফোন করে, দেশের আনাচে কানাচে, ঘরে ঘরে হারিয়ে যাওয়া ভাইদেরকে খুঁজে বের করেছেন।তাদের কাছে আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ। নাম বলে তাঁদেরকে ছোট করতে চাইনা।

বিদায়ী কমিটির মাধ্যমে যদি সামান্য সফলতা এসে থাকে, তজ্জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।আল্লাহর সাহায্য ও সদস্যগণের প্রেরণায় তা' সম্ভব হয়েছে।আর ব্যর্থতার দায় দায়িত্ব আমার নিজের উপর। ব্যস্ততা বেশী থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্বেও যথেষ্ট সময় দেয়া সম্ভব হয়নি। আশাকরি তা' আপনারা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। খোদা হাফেজ।

মু: ইজ্জত উল্লাহ
সাধারণ সম্পাদক,

৭ই জুলাই, ২০০২